বজ্রপাত একটি প্রাণঘাতী প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিবছরই অনেক মানুষ আর গবাদিপশু বজ্রপাতে মারা যায়, বিশেষ করে গ্রামে খেলার মাঠে বা চাষাবাদ করতে গিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বজ্রপাতের প্রকোপ বাড়ছে, মোট বজ্রপাতের প্রায় ৭০ শতাংশ হয় এপ্রিল থেকে জুনে। ২০২৫ সালের এই মৌসুমে ২৮ এপ্রিল একদিনে ১৭ জন সহ ২০১৫ সাল থেকে বজ্রপাতে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৪৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বজ্রপাতে মারা যাওয়াদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষক।

বজ্রপাত কি ও বজ্রমেঘের লক্ষণ

বজ্রপাত হয় মূলত তাপমাত্রা ও জলীয়বাষ্পের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে। গরম ও ঠান্ডা বাতাস একসাথে সংঘর্ষ হলে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। এই বিদ্যুৎ মাটিতে পড়লে হয় বজ্রপাত।

বজ্রপাতের সময় কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যেমন কালো মেঘ, জোরে বাতাস, বিদ্যুতের চমক আর গর্জন। পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে গাঢ় কালো বা নীলচে রঙের মেঘ ও হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে, দেখলে তা ঝড়-বজ্রপাতের ইঙ্গিত। বজ্রপাতের মেঘগুলো দেখতে অনেকটা ফুলে ওঠা ফুলের টাওয়ারের মতো, সাথে লেজের মত একটা বাড়তি অংশ থাকে। এদেরকে বলে "কিউমুলোনিম্বাস (Cumulonimbus)" মেঘ।

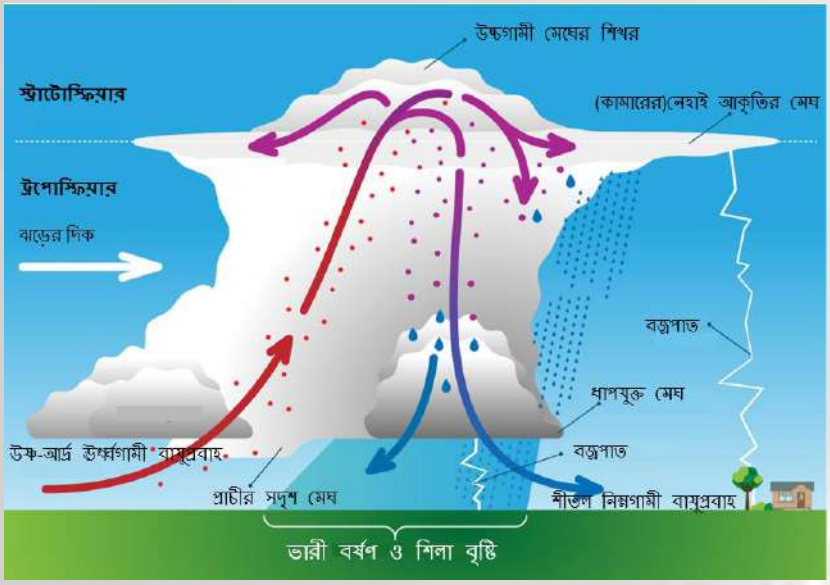

বজ্রপাতের ঝুঁকি নির্ণয় (⚡ ৩০/৩০ বজ্রপাত সুরক্ষা নিয়ম)

১ম ৩০ সেকেন্ড:

- আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে সঙ্গে সঙ্গে— ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত গুনুন।
- যদি এই সময়ের মধ্যে বজ্রের শব্দ শুনতে পান তাহলে বুঝতে হবে বজ্রপাত খুব কাছাকাছি। ঝুঁকি অনেক বেশি!
- ⚠ এখনই নিরাপদ জায়গায় চলে যান! ঘরের ভিতর বা গাড়ির ভিতর আশ্রয় নিন।

২য় ৩০ মিনিট:

- শেষ বজ্রধ্বনি শোনার পর কমপক্ষে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন।
- আকাশ পরিষ্কার দেখালেও এখনই বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয় — বজ্রপাত আবার হতে পারে।

brac

JAMEEL OBSERVATORY | CREWSnet

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে যা করণীয়

ধানক্ষেত বা খোলা জায়গায় থাকলে দুই পায়ের গোড়ালি একসাথে রেখে, হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে, দুই কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন। কখনোই মাটিতে শুয়ে পড়বেন না।

বাড়ির ছাদ বা উঁচু জায়গায় থাকলে দ্রুত সেখান থেকে নেমে আসুন। পাকা দালানের নিচে আশ্রয় নেওয়া সবচেয়ে ভালো।

বাড়িতে থাকলে দরজা, জানালা বন্ধ রেখে ঘরের ভেতরে অবস্থান করুন। জানালার পাশে দাঁড়াবেন না।

বজ্রপাতের সময় টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার জাতীয় যন্ত্রপাতির সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে রাখুন।

গরু-ছাগলকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান।

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে যা বর্জনীয়

বজ্রপাতের সময় ধাতব কিছু যেমন পানির কল, সিঁড়ির রেলিং, জানালার গ্রিল, মুঠোফোন, টিভি বা ফ্রিজ স্পর্শ করবেন না।

বজ্রপাতের সময় বাইরে ছেলেমেয়েদের খেলতে দেবেন না এবং বড়দেরও বের হওয়া উচিত না।

বজ্রপাতের সময় সাঁতার কাটা বা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন।

বজ্রপাতের সময় গাছের নিচে বা বিদ্যুতের খুঁটির নিচে দাঁড়াবেন না।

বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা জায়গায় থাকা যাবে না।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
আবু সাদাত মনিরুজ্জামান খান, কর্মসূচি প্রধান। জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি। ব্র্যাক
+৮৮-০২-৯৮৮১২৬৫ (Ext-৩৬৪১) । ০১৭১৩০৫২৮২৫ abu.khan@brac.net